78

2 3 SEP 1994

তারিখ 2 3 SEP 1994
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

দৈনিক বাংলা

ভার্সিটির তদন্ত কমিটি

কোন অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে তদন্ত কমিটি গঠনের রেওয়াজ আছে। কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এ কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত করে কমিটি অপরাধ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত পক্ষ তার ভিত্তিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অপরাধ দমন বা নির্মূল করার কাজেও তদন্ত কমিটির তৈরী রিপোর্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস দূর হোক এটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চায়। অধিকাংশ শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবক অপরাধমূলক ঘটনার তদন্ত হোক এটা চাইবেন। সত্যি বলতে, ঢাকা ভার্সিটিতে প্রতিবছরই অপরাধমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, অধিকাংশ তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে না। দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার দোষী ব্যক্তি চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে মোট ২২১টি। এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

আট বছর সময়ে ২২১টি তদন্ত কমিটি গঠন করার অর্থ বছরে ২৭টির চেয়ে বেশী অথবা মাসে ২টির থেকে বেশী কমিটি গঠন করা। কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে ভার্সিটি পিছিয়ে আছে একথা অবশ্যই কেউ বলবে না। কমিটি গঠন করা যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য হত তাহলে কারো কিছু বলারও ছিল না। কিন্তু তা নয়। কমিটি গঠন করার জন্যই এ কমিটি গঠিত হয় না। এর নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। অপরাধীকে চিহ্নিত করে অপরাধ দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হলে তার রিপোর্ট প্রকাশ করার দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কার্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি গঠনের কার্যক্রম নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবশিত হয়েছে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে।

বিষয়টা নাজুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা যে কঠিন কাজ এটা আমরা বুঝি। তদন্ত কমিটি যাদের নিয়ে গঠিত হয় তারা সাধারণত ছাপোষা মানুষ। কিন্তু এরা যাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন তারা তেমন নন। এমন রিপোর্ট তৈরি করার মত বুকের পাটা অধিকাংশ কমিটি সদস্যের না থাকাই স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবশেষ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে গত পয়লা সেপ্টেম্বর। ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত হবার পর এই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। দৈনিক বাংলার রিপোর্ট জানিয়েছে তদন্তের কাজ এখনো শুরুই হয়নি। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব না হলে এ জন্য কাজ করে লাভ নেই এ বিষয়ে আমরা একমত। শ্রম এবং সময়ের অপচয়ে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ না থাকারই কথা। তাছাড়া তদন্ত কাজে কিছু বাস্তব বাধাবিপত্তিও আছে। ঘটনার তদন্তে সাক্ষী পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য দিতে সাহস পায় না। তদন্ত কমিটি গঠিত হয় শিক্ষক এবং অফিসারদের নিয়ে। এরা তদন্ত কাজে অভিজ্ঞ নন।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে একটা বিষয় অনুমান করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের চিহ্নিত করতে গিয়ে সাক্ষী বা তদন্তকারী কেউ নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে প্রস্তুত নন। তবে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বা অপরাধমূলক ঘটনার কোন তদন্ত সম্ভব নয়? আমরা মনে করি, চেষ্টা করলে সম্ভব। তবে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন হবে। তদন্তের কাজে যারা অভিজ্ঞ এবং দক্ষ এ কাজের দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত হতে পারে। ঘটা করে প্রকাশ্যে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য কিনা আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি অপরাধীদের চিহ্নিত করা জরুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপরাধ ও সন্ত্রাসমূলক ঘটনা নির্মূল করাও দরকার। তদন্ত কমিটি হোক অথবা না হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস ও অপরাধ এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে সব রকম উদ্যোগ নিতে হবে।